প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রকাশক
সুরজিৎ ঘোষ
প্রমা প্রকাশনী। ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ
কলকাতা-১৭

মুদ্রক
মন্মথ সিংহ রায়
রূপলেখা প্রেস। ২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মা ও বাবাকে

পূর্বলেখ

চার জন তরুণ কবির কবিতা নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলনে এটা কোনো নতুন বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। লিটল-ম্যাগাজিন আন্দোলনের সঙ্গে এই জাতীয় সংকলন প্রকাশের দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিক যোগাযোগ। বর্তমান সংকলন 'আমাদের কবিতা'র আমরা হচ্ছে গোপাল লাহিড়ী, সৈকত সেনগুপ্ত, শান্তনু লাহিড়ী এবং ধ্রুব দে। এদের মধ্যে একটাই সাধারণ মিল। সকলেই, প্রমার সঙ্গে নানা-ভাবে যুক্ত। সে হিসেবে এই বইটিকে শুধু প্রমা প্রকাশনীর বই বলে নয়, প্রমার তরুণ ছেলেদের কবিতা নিয়ে প্রথম সংকলন হিসেবেও দেখার একটা ব্যাপার আছে।

এই বইয়ের চারজন কবির মেজাজ চার রকম, কবিতা রচনায় দক্ষতার বিচারও একেক জনের কাছে এক এক রকম মনে হতেই পারে। সে বিষয়ে পাঠকের মতামতই চূড়ান্ত। কোনো সংকলন প্রসঙ্গে প্রকাশকের এ বিষয়ে মন্তব্য না করাই উচিত। কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে আমাকে কবিতা নির্বাচন ও সম্পাদনার দায়িত্ব কিছুটা নিতে হয়েছে, তাই দু একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলতেই হচ্ছে।

একই সময়ে চার জন কবি, যাদের বয়সসীমা মোটামুটি এক, কতটা ব্যাপক ভাবে স্বতন্ত্র হতে পারে তার কিছুটা নিদর্শন আছে এই বইতে। আবার স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও যে অন্তর্নিহিত মিল আছে চার জনের কবিতারই গঠনে ও উচ্চারণে সে দিকটাও লক্ষ করা জরুরি। গ্রন্থের উত্তরলেখ অংশে অগ্রজ কবি শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এই চার কবির কবিতা-স্পন্দনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেছেন, যা পাঠকের কাছে বর্তমান বাংলা কবিতার একটি প্রাসঙ্গিক দলিল হিসেবে মূল্যবান হয়ে উঠবে। তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সেই সঙ্গে স্মৃতিধার্য হয়ে থাকবে শ্রীশান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্য। পরিকল্পনা থেকে নামকরণ, এই বইয়ের সবটাই প্রায় শান্তনুর করা। কিন্তু যেহেতু শান্তনু প্রমারই নির্বাহী সহযোগী তাই কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গে তার নাম উচ্চারণ না করাই বিধি সম্মত।

সূচি

ভালবাসা পাব, সুচরিতা

এক নদী আর এক খেয়া

সোনার মুকুট ছুঁড়েছে জলে

শব্দরা এখন ফেরারী ট্রেনে

ভালবাসা পাব, সুচরিতা

যেতে দিও

আর কিছু নয়, শুধু সময়কে যেতে দিও
যেমন নদীর মধ্যে ঢেউ জেগে ওঠে অতর্কিতে
আলস্যের স্পৃহা ছিঁড়ে খুঁড়ে হয় একাকার
রিক্ত মানুষের ভাবনার বন্ধুর ভূমি শুধু
দাবানল আর গলিত শিলার এক আধার।

আর কিছু নয়, শুধু সময়কে যেতে দিও
যেমন তোমার নৃপতিদক্ষ পৌরুষে জাগে
পুণর্নব উপচার আর তৃণশীর্ণ বিরহ জ্বালা
প্রতারক মুহূর্তকে ধ্বংস করে জ্বালিয়ে রেখ
চিরন্তন পঞ্চপ্রদীপ আর স্মৃতিসুখের রেশমালা।

গোধুলি সন্ধান

যে দিকেই যাই ছড়িয়ে যায় গোধূলি
হয়ত এভাবেই শেষ হবে শূন্য কলস
দীর্ঘ বাদন সুরের সঙ্গে এসে মিশবে
দিগন্ত ছোঁয়া ভালবাসার শীলিত দীর্ঘবর
গোপন সরোবরের পদ্ম অনায়াসে হবে বাসি স্তন।
মৃত্যু ছায়া ঘিরে ফেলবে গহীন দীঘি, মৃৎপাত্র আর তরুলতা
নশ্বর মানুষের গৈরিক চেতনা ছুঁয়ে চলে যাবে
প্রণতি নদী যখন দিক্ স্থির চাহনি নিয়ে—
খুঁজে ফিরবে তখন কোন বিদগ্ধ বিজ্ঞানী আর্কিওপটেরিক্স।

জীবন সজ্জা

একবারই যেতে হবে সমুদ্রতীরে
বুকের জলোচ্ছ্বাস উজানে ঠেলে দিয়ে
পরখ করতে হবে দীপ্র ভালবাসা

একবারই যেতে হবে বনবনান্তে
ইউক্যালিপ্টাস্ সেনানী জলে উঠলে
ছুঁয়ে নিতে হবে চিবুকে প্রণয়চিহ্ন

একবারই যেতে হবে পাহাড়তলীতে
অতন্দ্র জ্যোৎস্নাতে হিমপালক ছড়িয়ে
ভরে তুলতে হবে লুপ্ত জীবনসজ্জা।

প্রতিক্রিয়া

যেও না কখনও ওধারে।
ব্যর্থ মানুষেরা বসে জটলা করে
আর জলে মরে বিদ্বেষে।
ক্রিস্টোফার রোডের ফুটানী ছেলেটা
বহু বিজ্ঞাপিত বিপ্লবের শীর্ণ শহীদ হলে
ওরা কেঁদেছিল দারুণ হতাশে।
হয়ত সেকারণে তোমার দীপিত শরীরের
খোলা হাওয়ার তেজ শুষে নিতে
বসে থাকে কোন অবকাশে।
শাণিত ছুরির ফলা রোদ্দুরে ঝলসে উঠলে
জীর্ণ হয়ে আসা আদর্শ ছুঁড়ে ফেলে
উন্মাদ হাসে খোলা আকাশে।

নির্বোধ

ছুঁয়ে ছিলি তাকে কেন
পাহাড়গুলি বাঁকে ?
বুঝিস না কি যুগজনতা
বুক উঁচিয়ে থাকে ?
কেন এত জীবন মায়া
এক রোখা তোর টান ?
ছিঁড়ে গেল কণ্ঠ জোড়া
আগুন ঝরা মান।

ক্ষয়ক্ষতি

গলছে লোহা গলছে মন গলুক
      চিমনীভাটি

ডুবছে কূল ডুবছে জমি ডুবুক
      বসতবাটি

জ্বলছে বুক জ্বলছে মাঠ জ্বলুক
      ফসলমাটি

দুলছে ফুল দুলছে লতা দুলুক
      নীল খোঁপাটি।

নিরর্থক

ঠোঁট দুটি মেলে ধরলে যুবতী
ঢেউ হয়ে যায়
মিলায়, শুধুই মিলায়

বাহুদুটি টেনে ধরলে যুবক
মন হয়ে যায়
দুলায়, শুধুই দুলায়

এখন সে ঢেউ নেই যুবতীর
শুধুই শূন্যতর মনে হয়
এখন সে মন নেই যুবকের
সবই নিরর্থক জল হয়।

স্বপ্নের মধ্যে আগুন

পায়ের তলার আকাশ সরিয়ে দিলে
উঠল দিগন্তজোড়া বল্গাহীন ঢেউ
যাত্রীরা সভয়ে বলে উঠল নামুন।

স্যানাটোরিয়ামের পাশে ছিল গোলাপ
উঁচু টিলার ওপরে দমকা হাওয়ায়
পাইন বনানী জ্বলে উঠল দারুণ।

জলজমিতে জমে ছিল বিষাক্ত বীজ
দময়ন্তী বুঝেছিল, আর কিছু নয়
চরাচর জুড়ে স্বপ্নের মধ্যে আগুন

বিলম্বিত

টান-ভালবাসার কথা বলেছিলে তুমি
গ্রামান্তে গিয়ে।
বর্ষার বাড়তি জলটুকু শুষে নিয়েছে রোদ্দুর
শীত সময়ে।
ক্যানেলের জলে মাছ ধরার নেশা
হাওয়ায় হাওয়ায় সর্ষে ক্ষেতের গন্ধ
সকালের শিশিরভেজা বুনো ঘাস
ধান কেটে ফিরে আসা রমা মানুষ
এরই মধ্যে তুমি তুলে নিলে শুকনো পাতা
মুঠি পাকিয়ে ধরলে বুটিদার প্রজাপতি
তোমার ঠোঁটের ভালবাসা শুকিয়ে গেলে
উত্তরের হাওয়া এল।
মনে পড়ল তোমার ভয়-ভাবনার মধ্যে
দেরি হয়ে গেছে এবারও।

নিয়মমাফিক

চক্রাতা রোডে নেমেছে ধস্।
যাত্রীরা কে কোথায় চলে গেছে
আজ আর কিছু যাবে না।
বেলা দুটো থেকে অপেক্ষা করছে ছেলেটা
এখন ক্লান্ত, অবসন্ন, পাশে ফলের ঝুড়ি।
গ্রাহাম সাহেবের বাংলোতে পৌঁছে দেবে
এরকমই কথা ছিল।
রোদ সরে গিয়ে জমছে গোধূলি,
শিবালিক পাহাড় ডিঙিয়ে আসছে পাখির ঝাঁক.
ট্যুরিস্টরা দেখবে আজ অশোকের শিলালিপি
ছেলেটা প্রমাদ গুণল।
পাহাড়ী ঝোরা এই বর্ষায় পেরোন যাবে না।
একটু পরেই নামবে ঘন অন্ধকার,
উল্টো পথে মিলিটারী ট্রাক চলে গেল
ধুলো উড়িয়ে।
ছেলেটা জানে কেউ না গেলেও
তাদের যেতে হয়, যেতে হবে।
তাই ধীর পায়ে এগিয়ে গেল
সাহস নিয়ে।

তুমি আর ঈশ্বরী

তুমি পাওনি ফুল, মালা আর মধুমালাইতে চন্দনকাঠ
যেমন পেয়েছিল সহজে ঈশ্বরী আকাশদীপ জেলে দিয়ে।
আসলে তোমার ছিল ছায়াচ্ছন্ন অভিমানের আড়ালে ভয়
আলস্য ঠেলে চড়াই ভেঙে হীরকজ্বল স্পর্শ করার লোভ
অমল অহংকারে ভেসে বুঝতে চাওনি তুমি কখনও
পাহাড়ের মধ্যে লুকোন সমুদ্র হারিয়ে পাওয়ার চাতুরী
একসময় ম্লান হয়ে যাবে বিকেলের শ্বেতকরবী বনে।
অথচ টেরেস্ ফার্মিং আর চা বাগানের মেহনত সেরে
ছুঁয়ে এল ঈশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গনের পাথুরে চার্নোকাইট।
কুন্নুর কিনারে এইমাত্র প্রত্যাশী হুইসিল্ বেজে উঠলে
নীলগিরি ছেড়ে উদাসীন সে চলে যাবে মহাবলীপুরম।

সিপাহীজলা

এইখানে শুয়ে থাকবে এমনিই ছিল
ঢেউভাঙা পথ, পাতালস্পর্শী প্রতিজ্ঞা
ধর্ষিত রোদে জলে উত্তপ্ত বালিয়াড়ি
সময় টেনে নেবে আলসেমিতে খালি
দূরমনস্ক জেলে-নৌকা সমুদ্র ঠেলে যাবে
সুঠাম জীবন স্বেচ্ছায় ঝরে পড়বে
তোমার বুকের মধ্যে ছিল স্বপ্নজল
এই ভাবনাতে মেলে দিই বক্ষতল
ছিল না, ছিল না কেউ রোহিত সন্ধ্যায়
তবে কেন চলে গেলে সিপাহীজলায় ?

শুভ প্রয়াণ

শুধু এইটুকু বলতে পেরেছিল
মেধার সঙ্গে বাণিজ্য মিশিও না।

শুধু এইটুকু বলতে পেরেছিল
জীবনে সুখ ছড়িয়ে দিও না।

শুধু এইটুকু বলতে পেরেছিল
অন্ধকারের আলোতেই শোভা।

শুধু এইটুকু বলতে পেরেছিল
মৃত্যুর মাঝে অমর্ত্য বিভা।

আর সেইমাত্র জল ছাপিয়ে এসেছিল গাঢ় প্রস্বরে
চলে গেল স্বেচ্ছায় শুভকুমার অস্তগামী লোকালে চড়ে।

গন্তব্য

এখানে ধুলো উড়িয়ে যায় বাস ।
সামনে পাহাড় ছিল, এখন মেঘ
গুঁড়ো গুঁড়ো সাদা মেঘ
দু'পাশে ঘাসজঙ্গল মাথা উঁচু করে আছে
এখানে পাইন নেই, আছে ওক আর পপ্‌লার ।
পাকদণ্ডী পথে শুধু পড়ে থাকে শুকনো পাতা
সামনে নদী ছিল, এখন বালি
দিগন্তে মেশা ধু ধু বালি
পেরিয়ে গেল বাস নিথর ব্রিজ
দু'পাশে পাথরেরা দূরে সরে গেল
হঠাৎই শিস্ দিয়ে উঠল নীল ট্রাউজার
গোলাপী ঠোঁট কেঁপে উঠল যেন
বলাবলি শুরু হতেই থেমে গেল
সব তীক্ষ্ণ চিৎকারে
কখন এসে গেছে ডাকপাথর ।

[illegible]

দু'পাশে পৃথিবী হেলে পড়লে
চৌরঙ্গীতে চুমু খেল বনানী।
শুধু হেলে পড়া নয়, ভেঙে পড়া
ইট-কাঠ আর ঝুরঝুরে কংক্রীট কেঁপে এল
ট্রাম-বাসের মোক্ষম প্যাঁচের মধ্যে
রোদের বদলে উঠল বয়লারের দুরন্ত আগুন
ফুটপাথের দখলদারীদের পোড়াতে।
দু'পাশ দিয়ে হেঁটে গেল প্রণয়িনী মিছিল
বুকে ছিল তাদের জেলফেরত সাক্ষরলিপি
রোদ-বৃষ্টি বাঁচাতে শুধু প্রার্থনা ছিল পাতালের
আর তখনই মিছিল ছেড়ে উঠে এল,
জোর করে টেনে নিয়ে গেল প্রকাশ্যে
দু'পাশে পৃথিবী ভেঙে পড়লে
চৌরঙ্গীতে চুমু খেল বনানী।

অতিক্রম

পেরিয়ে যাই বন, প্রান্তর, ধূসর নদী
আকাশে বর্ণাঢ্য রোদ।
বিকেলের হাওয়া মেদুর হয়ে এলে
তোমার জলছবির পাশে ফুটে উঠল শালুক।
ঈশ্বরীপুরের পীরবাবার স্নেহশান্তির বয়ান
সেরে বাঘবিলে ডুবে মরল একদল রম্যমানুষ।
তুমি চলে গিয়েছিলে বিশ্বাসহীনতাকে সঙ্গী করে
প্রত্যাশার বাহুতে লাগল ভয়ানক টান।
আজ এতদিন পরে নির্ভার সকালে
মনে পড়ল তোমার সুচরিতা ভালবাসার দান।
পেরিয়ে যাই টিলা, উপত্যকা, নীল সমুদ্র
পাহাড়ে কুয়াশার পালক।

এক নদী আর এক খেয়া

ভিন্ন কোনোদিকে

ভিন্ন কোনোদিকে যাওয়া
দুঃসাধ্যই হবে তোমার
নড়বড়ে তোরণে দাঁড়িয়ে
মাঝে মাঝে তার সম্বন্ধে দু-চার কথাই বরং বলো।
হাসপাতাল আর শ্মশানের পথ মাড়িয়ে
সরু ফুটপাথের উপর
চারজনকে টপকেই যেতে হবে তোমায়
নরম রোদ্দুরে গা এলিয়ে তন্দ্রা এলে
অনেক শিশুকে পশ্চিমে যেতে দেখবে অবেলায়
আর প্রতিশ্রুতি ঘরে আগল দিয়ে হিম ;
এখনও ভিন্ন কোনোদিকে যাত্রার
কল্পনা নেই তোমার
রয়েছো ঘর আর বাইরের আপাতভূমিতে।

পারাপার

বন্ধুর বাড়ির আড্ডায়
মাঝবয়সী আত্মপ্রত্যয়ী এক জ্ঞানী
বলে যাচ্ছিলেন অনর্গল,
মধ্যিখানে আমি হঠাৎই বলে উঠি
নিজস্ব এক অভিজ্ঞতার বিবরণ
খানিকটা বেকায়দায় ভদ্রলোক
মিনিট দুয়েক আমার দিকে তাকিয়ে
বলে উঠলেন, 'রাবিশ'
ধাক্কা খেয়ে বাইরে এসে দেখি
আমাদের ফাঁকটা কখন হয়ে গেছে ফাঁকি।

আত্মজন

যখন আমি অমুর বাড়ি যাই
রাত তখন একটা
রাস্তার কুকুরদের চিৎকারে
আমি শেষবারের মতো দীর্ণ হতে হতে
চিৎকার করে ডাকলাম, 'অমু'
হিমনীল শরীরের স্পন্দনে
একটানা নিজের অবস্থান খুঁজছিলাম
কেউ সাড়া দেবার আগেই
নিজে থেকেই রাস্তায় নামি
সামনে বিজ্ঞাপনের আলো
জ্ব'লে নিবে আত্মপ্রচারে ব্যস্ত

যদিও, মানুষদের এখন ঘুমোবার সময়।

ফেরা

দূর থেকে ফিরছিলাম কলকাতা
ধানের জমির জলে
ব্যস্ত চাঁদ বাসের সঙ্গে ছুটে চলে
হাঁফ্ ছুলে বাস একসময়ে গন্তব্যে
আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার ছোটাছুটি
জ্বলজ্বলে চাঁদ তখন আকাশে সুস্থির থেকে
রাস্তাটাকে জীবন্ত আর গভীরতর করে তুলছিল
আর যক্ষ মেঘেরা বইছিল নদী হয়ে ;

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপনে দুজন নারী বাসা বেঁধেছে
বেশ কিছুদিন মোড়ের হোর্ডিং-এ
একরাশ মানুষ রোজ ওদের দেখে
পুরুষেরা আড় চোখে তাকিয়ে দপ্ করে নিবে চলে যায়
রমণীরা আকাশ তাকায়
সকালকে ঠিক ঠিক দেখে
নিজেদের খোপে খোপে রেখে
প্রতিদিন ওর নিচে
সকলে ট্রামের জন্য দাঁড়ায়।

আমার আছে এক নদী আর এক খেয়া

আমার আছে এক নদী আর এক খেয়া
শ্রাবণের ধারা টপ্‌ টপ্‌ ঝরে পড়লো
এখনই হাওয়ার সঙ্গে পাতার গন্ধ শুনে
যুবক যুবতী যুগলরূপ ধরলো

আমার আছে এক নদী আর এক খেয়া
এই মুহূর্তে কোথাও যুদ্ধ বাধলো
অবিশ্বাসী মানুষেরা ভিড় করে
প্রিয়তমা আকাশের দিকে চাইলো সে

আমার আছে এক নদী আর এক খেয়া
মাটি এখন দারুণ উর্বরা
দুর্ভিক্ষ ছায় ইথিওপিয়ায়
শিশুটি ভূমিষ্ঠ হলে
পুরোহিত স্তোত্র পাঠ করলো

আমাকে যদি বলতে দাও

আমাকে যদি বলতে দাও
আমি তো মানুষের কথাই বলবো
দুই-দুই চারে মেলাবো না কিছু
মানুষের পাশে চলবোই ;
আমাকে যদি দেখতে দাও
আমি শুধু দেখেই যাবো
শিশুকে হাঁটতে শিখতে দেখে
নতুন করে হাঁটবো ;
আমাকে যদি শুনতে দাও
সবার কথাই শুনবো ।
আমাকে ছেড়ে যদি যেতে চাও
আমি তোমাদের পিছু ধরবোই,
আমাকে যদি থামাতে চাও
আমি তোমাদেরও থামাবোই,
আমাকে যদি ভাসাতে চাও ?

এক একজন

এক একজন চলে যায় ঘরছাড়া হয়ে
অন্যেরা গড়ে ইট দিয়ে বাড়ি
যাদের মুখ মনে আসে
মানুষের ভার তাদের শরীরে গড়িয়ে পড়ে
বন্ধ চুকাধে প্রদক্ষিণরত এই সব মানুষ
নিশ্চুপ থেকে আঙুল তোলে
তারা যেন বলে, এটা কাজের পৃথিবী
এখানে কোনো হাহাকার নেই
শরীরে রক্তধারা বওয়ার মতো
জীবন এখানে বয়ে চলে।
মন্ত্র এদের—
শীতল যারা দূর হটো
জীবন ছাড়া, লক্ষীছাড়া দূর হটো
তর্কবাগীশ, সময়হারা দূর হটো
দূর হটো, দূর হটো।

স্বগত সংলাপ

প্রখর সূর্যতাপে পাতারা কেমন রচনা করেছে
ঘনবেষ্টিত ছায়া, আমার প্রিয়তমার মুখের মতো
ওইখানে আমি ভালবাসা খুঁজেছি
খানিকটা বিশ্রাম আর শান্তিও
কালকে ওই ছায়া থেকে অন্য পৃথিবী
আমাকে টেনে নিয়ে যাবে জানি
এর জন্য আমি প্রস্তুত, খানিকটা দিশাহারাও।

তারার শিকড়

তারারও শিকড় আছে
তাই কেউ কেউ উড়ে যায়
দূরে বহুদূরে
সময়ের সঙ্গে
শিকড় প্রোথিত রেখে
বহু গভীরে
নদীর উৎস ঝর্ণার মতো
নদীর উৎসের কাছে।

শব্দের মতো

এক এক সময় নিরন্তর শব্দবান জর্জরিত করে
দিতেই হবে কিছু সময়
শব্দেরা তো পাখির মতো
উড়ে যেতে চায় বাতাসের সঙ্গে
এই যাবো যাবো ক'রে
কত কাল কাটে
হৃদয়ে নামে এক পবিত্রতা
তাকে ঠেলে যেতে কষ্ট হয়
তাই তামাডোলে ফের পড়ে থাকি।

অনুভব

একটি অন্ধ মেয়ে প্রার্থনা করেছে
এক বহুল প্রচারিত সাহিত্যপত্রে, তাঁর মতো অন্ধ
চোখের জন্ত মৃতের একটি করে চোখ চায়
বলে, অনুভব করো পাঠক আমার কথা।
অনুভব শুধু চাও ?   হ্যাঁ চাই, শুধু তাই।
হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে দেখি
অনুভবহীন আমরা চলেছি ধীরে সুখে অতি
ভীষণ সভ্য চেয়ে বলে একটু যদি সজাগ হতি
দেখতি রাও কিছু রয়ে গেল দেখা বাকি ;
অহংকারের বর্ম তুলে দেখলে একজন
অথচ অনুভব গড়ে তুলেছিল জাতি
গড়ে তুলেছিল, ত্যাগী, প্রেমিক
গড়ে তুলেছিল কর্মী, কবি
সভ্যতার অপর নাম অনুভব।

আজ সকালে

আজ সকালে হঠাৎ বুক ভরে পেয়েছি এক রত্নখনি ;
তুমি জান রত্নখনি আবিষ্কারের আনন্দ ?
হ্যাঁ, রূপকথার গল্পে পড়েছো।
সলিল আর শীলা বেড়াতে এসেছিল
আজ সকালেই
উচ্ছল হয়ে শীলা বললো
সে জানে এই আবিষ্কারের আনন্দ
আমি কি যে খুশী হলাম তার কথায়
সলিলও আনন্দে ফেটে পড়লো
আমরা তিনজন একই নৌকায় উঠে এলাম।

সামাজিক

আমার এখনই ঘুমোবার সময়
এই বলে, আমি সবে উঠেছি
ঈষৎ ছোঁয়ায় সে বললো
না এটা কখনোই সময় নয় ঘুমোবার,
এখন জাগরণ।

আমি জেগে জেগে যখন
একটা কাজে যেতে উঠেছি
সে তখনই বলে উঠলো
না একটাই কাজ নয়
ওইখানে আরেকটা আরো
বহুকাল পড়ে আছে ;
এইভাবে সে জাগরণে আর
মিশ্রণে যেতে উঠে
আমাকে সামাজিক করে দিল।

দেখা হলে

এসো তুমি
আসতে পারলে ভালই লাগে
কিন্তু তবু অরবিকারে উলোট পালোট
ভয়তো থাকে ;
তাপ যদি তার সত্যি তোমায়
আনেই টেনে এপর্যন্ত
স্পষ্ট ভাষায় বলাই ভাল
রেখে এসো গয়নাগাটি, এবং
তোমার জেল্লা-আলো
আমিও আসি নাম-পদবী-উপাধি আর
কেতাব-খেতাব ভাসিয়ে দিয়ে নদীর জলে
হোক্ না দেখা তোমার আমার
তারপর এক পর-বিকেলে।

শেষ নক্ষত্র

শিশুর দুচোখে চোখ রেখে
আর তার ভালবাসা নিয়ে
আমি নক্ষত্রের দিকে যাত্রা করেছিলাম
মাঝপথে শিশুরা দূরে সরে গেছে
সে তার ভালবাসা নিয়ে গেছে চলে
তখনই আমি পথভ্রষ্ট হয়েছি
কিন্তু আমারও যে কথা ছিল
জন্ম নিয়ে আলো ধরে ধরে
চলবার অধিকার ছিল
বাতাসের হাহাকার বুকে নিয়ে ভাবি
মানুষেরা আর কতকাল অপেক্ষা করবে
ওই নক্ষত্রের দিকে যাবার জন্য।

সোনার মুকুট ছুঁড়েছে জলে

মাটি ভিক্ষা করছে

মাটি ভিক্ষা করছে আবার
অর্জুন পৌরুষ
ভূমি যদি জন্মভূমি হয়
বাজাও দামামা
মাটি ভিক্ষা করছে আবার
অর্জুন পৌরুষ।
কৈলাসে মরা শিব
খিঙ্গি হয়ে নাচে·········
মায়া হাসে অদ্ভুত কৌতুকে,
সময়কে ভেদ করার এই তো সময়-
মাটি ভিক্ষা করছে আবার
অর্জুন পৌরুষ
রক্তনীল রক্তহিম আবার স্বদেশ।

আজ জমায়েত মন্দিরে

মন মিছিল সৈনিকে
দুঃস্থ হাওয়ার ঘূর্ণীকে
স্পর্শ করুক তরুণ হাত
জীবনতাপে দৃপ্ত হোক্ ।
বিপ্লবী সব বন্ধুরা
কামরাঙা রঙ সন্ধ্যারা
আজ জমায়েত মন্দিরে
বন্দী শিবের মুক্তি হোক্ ।
কাকতাড়ুয়া যন্ত্রণা
সুখ বিলাসের কল্পনা
এক হাঁটু পা ঘোর জলে
আজ মিছিলে শুরু হোক্ ।
অনটন কি দূর হবে ?
কাস্তে হাত কি ধান পাবে ?
আজকে হাওয়ার এই প্রলাপ
আজ হাওয়াতেই ব্যাপ্ত হোক্ ।

সিঁড়িভাঙা

সিঁড়িতে পা সিঁড়িতে পা
সিঁড়িতে পা
যেই দিকে চায় সেইদিকে তুই
সেইদিকে যা।
গোলাপ বনে
রক্ত ঢেলে আনন্দ কৈ ?
বন্ধ দ্বারে
আঘাত করে সান্ত্বনা ঐ—
পাথর পাথর পাথর বুকে
লুকিয়ে আছে
সীমন্তিনী সীমার পারে
দাঁড়িয়ে আছে,
রাত হয়েছে
রাত্রি বেড়ে অনড় সময় —
হিজল পাতায়
বেভুল মনের গল্প শোনায়,
সিঁড়িতে পা সিঁড়িতে পা
সিঁড়িতে পা
যেই দিকে চায় সেইদিকে তুই
সেইদিকে যা।

শাশ্বতী ব'লে

পাথরের মতো স্থির হয়ে তুমি
আমাকে ভাখো
আলোআঁধারের পর্দায় থেকে
আমাকে ভাখো,
রাস্তায় ঘোরে গভরাত্রের
তীব্র হাওয়া
বেকুল পৃথিবী কয়মচা চোখে
হয় না পাওয়া।
সাইরেন শুধু শাঁজাকোলা ক'রে
ছুঁড়েছি জলে
অবগুণ্ঠনে তোমাকে ধরেছি
শাশ্বতী ব'লে,
এতদিন পর এই যে এসেছি
দেওয়াল সরাও
রাত ঘুম দিয়ে তোমাকে জেনেছি
মুখটা নামাও—
কোনো কথা নয় চুপচাপ তুমি
স্পর্শে থাকো
পাথরের মতো স্থির হয়ে তুমি
আমাকে ভাখো।

জলের শব্দ ও নারী

জলের নিজস্ব কোনো শব্দ নেই
খবরটা জানতে পেয়েই
তোমাকে বলেছিলাম
তোমাকে আজ থেকে নদী নয়
স্টিমার বলবো।
গঙ্গায় ধূসর চাদরে
লাল পৃথিবী ডুবে গেলে
পৃথিবী ওঠে চাঁদের আকাশে,
অন্ধকার হয়ে এলেই মনে হয়
তোমাকে স্পর্শ করবে এমন কিছু
এবারে লিখবো।
শুচিস্মিতা
তোমার অনন্ত হৃদয় জুড়ে
যে কালবোশেখীর পালায়
এক দুরন্ত চিল ওড়ে
সেও কাঙাল বাসস্থানের,
ওড়ার ক্লান্তি ভেঙে যেখানে পাবে সে ঘুম
পরম তৃপ্তি –
অনন্ত তার, সে রাজ্যের আকাশ হয়ে
শুচিস্মিতা
তুমি নিজেকে বিপ্লবী করে তোলো।

মেঘ ও ভালবাসা

বত্রিশ পাটি মেঘ ও
ছত্রিশ পাটি ভালবাসা
সঙ্গে থাকলে
যে কোন দুঃখই সহ্য করে যেতে পারি।
সূর্যাস্ত—সূর্যোদয়
সূর্যাস্ত - সূর্যোদয়
দেওয়ালের প্রাচীরে ঘুণ ধরালে
বাজারের বাজে মেয়েও
চোখ নাচায়—
অসহ্য কাক ডাকতে থাকে বাড়ির কার্নিশে,
আবার কবিতা অথবা
সমুদ্রবিহার
সবই সম্ভব
যোগাযোগে যোগাযোগে বিশ্বাসের পারদ
সুখী হলে—
সুখ তো নয় নারকেলের শাঁস
হেজে যায় দু'দিনের রোদ্দুরেই,
আমি সব যন্ত্রণাই সহ্য করে নিতে পারি
যদি পাই
নির্লজ্জ প্রতিমা—মোমবাতি স্নিগ্ধতায়!

সহস্র আন্দামান ও আজকের সকাল

বেনামী হাওয়ায় বড় বেশি ভয় আছে,
হাওয়ায় হাওয়ায়—
ঘরদোর, পোশাকী বাহার, অলঙ্কার
ছন্নছাড়া হয়ে যায়,
হাওয়ায় হাওয়ায়
কাগজপত্তর, গোপন অভিমান, অহঙ্কার
জানাজানি হয়ে যায়।
মেঘে ও মন্দিরে দাঁড়কাক
সাবধানী হয়ে থাকে —
অতর্কিতে বৃষ্টি নামে যুবতীর বুকে
জল ভেঙে জেগে ওঠে সহস্র আন্দামান।
আজকাল বুঝতে পারি সাতসকালেই
কেমন যাবে দিনটা.........
সারারাত কাল আকাশে মেঘ ছিল
ঘরে ধোঁয়াশায় বিচ্ছিন্ন সংলাপ,
তবুও ভোরে গিয়েছিল জানা
কেমন যাবে আজকের সকাল।
ঘুরে ঘুরে সন্ধানী নদী আজ দুয়ারে জাগ্রত,
চঞ্চল হাওয়ায় যেন কিসের ইঙ্গিত—
বড় ভয় আজকাল জড়িয়ে রাখে শরীর......
আজকাল বুঝতে পারি সাতসকালেই
পাথরের বাটিতে আছে কী —দুধ না রক্ত!

নদীর কাছে

চেনা নদীর কাছে যেয়ো না
চেনা নদী চোরা নদী হয়ে গেছে
শুধুই বালির শব—বালির শব
চেনা নদীর কাছে যেও না
চেনা নদী নিশ্চুপ হয়ে গেছে।
কোনো কথাই ব্যথা হয়ে হয়ে
ঝরে পড়ে না,
কোনো কথাই আন্দোলনে আন্দোলনে
ঝরায় না শিশিরবিন্দু।
অথচ নদীর কাছেই একান্তে
বহু কথা একদিন,
একদিন বহু অঙ্গীকার নদীর কাছেই.....
নদীর কাছেই মরে যাবার ইচ্ছে ছিল।

বাঁকুড়ার ঘোড়া

আরেকবার ভুল বোঝাবুঝি এলে
শরীর ডুবিয়ে দেওয়া যেত গভীরতার অন্বেষণে,
ঘরের পিছুটান অথবা মিছুটান
বরাবর থাকে বোকা কাকের মতো বিরক্ত স্থির
আরেকবার ভুল বোঝাবুঝি এলে
রোদে পুড়ে সোনা হওয়া যেত।
বেলায় বাদুড় যাত্রী ক্লান্ত বিষণ্ণ
উড়ো মেঘের চুমো খেয়ে চনমনে তাজা,
তেমন উজান এলে ভেসে যাওয়া যেত –
আরেকবার ভুল বোঝাবুঝি এলে
ভেঙে গড়ে নেওয়া যেত বাঁকুড়ার ঘোড়া।

এক আঙুলে

এক কড়ি রাগ
এক হাঁটু পা জল
ছড়িয়ে আছে ডিম্বাকৃতি
আয়ুমতীর ছল,
এক আঙুলে কবির কলম
অন্য হাতে খুন
'এমন করেই হয়তো যাবে
দুঃসময়ের ক্ষণ।
অন্য পায়ে বনস্পতি
বন্য হাওয়ায় দোলে
নিষ্প্রয়োজন স্মৃতিচারণ
মৃত্যু বাদুড় ঝোলে,
বাইরে বাতাস খামখেয়ালী
প্রতিহিংসায় ভরা
আমার হাতের শক্ত কুঠার
তার জন্যই ধরা।

প্রশস্ত সময়

অন্তর্বাস খুলে সাবলীল হও
অন্তর-বাসের পক্ষে তেমনই প্রশস্ত সময়,
এ কথাও সত্য
বাঁকুড়ার লাল মাটি মুখে, নাকে, ঠোঁটে
বুকে, পিঠে, নাভির ছোট্ট কোকরে স্থায়ী হলে
কয়েক ঘটি কুয়োর জল নিতান্তই প্রয়োজনীয়।
তবে প্রকৃতির দৃষ্টিকোণও বিশেষ সাবধানী,
রাত্রির অন্তর্মূলে শক্তির আরাধনা এবং
তরমুজে তরমুজে ফুটিফাটা হলে
কোরকে কোরকে গান গায় অজানা এক পাখি।
অন্তর্বাস খুলে ফ্যালো
খুলে ফ্যালো দড়ি, সায়া, যাবতীয় সংস্কার
অন্তর-বাসের পক্ষে তেমনই প্রশস্ত সময়।

একেকদিন

একেকদিন দেখবেন
মধুছন্দা রোদ
শূর্পনখা মেঘ
হাতের কাছেই নদী
নদীর জলেই আগুন।

একেকদিন দেখবেন
আতস কাচে কান্না
কান্না ভেঙেই গির্জা
বৈশালী এক নগর
নগরে ভূমিকম্প।

একেকদিন দেখবেন
না জ্বালতেই আলো
আলো জ্বাললেই রাত
রাতের মধ্যে কুহক
কুহকের রঙ কালো।

একেকদিন দেখবেন
হাওয়ায় বারুদ-গন্ধ
বারুদের রঙ সাদা
দৃপ্ত জগৎ জুড়ে
আকাশে লাল তারা।

সোনার মুকুট ছুঁড়েছে জলে

প্রদীপ্ত তার সোনার মুকুট ছুঁড়েছে জলে
অহঙ্কারে কালো রাতটাকে তুলেছে ধ'রে
পায়ে তার ক্ষত ছিন্নভিন্ন হাজার জ্বালা
তার হাতে তবু দ্বিতীয় ভুবন রোদ্দুরে ভরা।
প্রদীপ্ত তার অভিমানটাকে রেখেছে পুষে
সারাদিনটাই কেটে গেছে তার উলঙ্গ শোকে
প্রদীপ্ত তার জীবনটা নিয়ে খেলেছে গুলি
ঘর হাওয়া আলো থেকে সে নিয়েছে একেবারে ছুটি

শব্দগ্রহণ

শব্দগ্রহণ হলে
অন্ধকারের বন্যা নামে
কালো কাক ঘরে ফেরে
চিল নেমে আসে
ছাদে নাচে ভয়।

শব্দগ্রহণ হলে
বিছানা তোলপাড়
টেবিলে ছড়ানো কাগজ
ছেঁড়া ছবি
চোরাবালি ঘূণ।

শব্দগ্রহণ হলে
হাওয়ার ঘূর্ণী
ঘটোৎকচ মেঘ
দূরের শব্দ
আবছা নীল তারা।

শব্দগ্রহণ হলে
এক গাল দাড়ি
ধীরে হাত কাঁপা
চিৎ হয়ে তুমি
দুর্দান্ত কন্যা।

দশতলা থেকে

দশতলা থেকে অনেক কিছুই দেখা যায়
রুদ্রাক্ষ আকাশ
মাকড়সা শহর
হাওয়ার বন্ধুতা
ও তিনতলা ছাদ।
রাস্তায় কুকুরের ভণ্ডামি
ষাঁড়ের দৌড়
শ্রান্তজনের দীর্ঘনিঃশ্বাস
পৃথিবীপৃষ্ঠেই ঘোরাফেরা করে,
দশতলায় শুধুই কমণ্ডলু জল
দশতলা শুধুই উত্তুঙ্গ পাহাড়।
দশতলা থেকে অনেক কিছুই দেখা যায়
সবুজ এ্যাভিনিউ
আলোক-উজ্জ্বল বাহার
দূরবীক্ষণ ভালবাসা,
রাস্তায় হাপিত্যেশে হাওয়া
ঘুরে ঘুরে মরে
ভেসে ভেসে বেড়ায় শুধুই
ঐকান্তিক একাকিত্ব!

এবার যাই

পৃথিবী ভাল থেকো
আকাশ ভাল থেকো
হাওয়া ভাল থেকো
শহর ভাল থেকো
বৃষ্টি ভাল থেকো
নদী ভাল থেকো
শব্দ ভাল থেকো
শরীর ভাল থেকো
কবিতা ভাল থেকো
সুন্দর ভাল থেকো
আলো ভাল থেকো
সুখ ভাল থেকো
ভাল—ভাল থেকো
এবার আমি যাই।

শব্দরা এখন ফেরারী ট্রেনে

অন্তত একবার

ইদানিং অনেকে জলের বন্দনায় রত
জলের কাছে গিয়ে, উবুহাটি দিয়ে. উবুহাটি···
তখন, কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি
ওকে নাকি যীশুর মতো দেখায়
আর নদীটি কে ? জল কি তবে মেরীর মতো
চিক্ চিক্ বালিহাঁস ওড়ে

যাব ;
আমিও অন্তত একটিবার যাব

রাত্রি দেখলাম

ওই সে মেয়েটি পা ভিজিয়ে
সটান সমুদ্রে নেমে গেল
তখন চাঁদ উঠছিল, পূর্ণিমার চাঁদ
আর আমি কেবল দূর থেকে দেখলাম
সমস্ত বাগানেই সোনালি জড়িয়ে মেয়ে বিশাল হয়েছে
সেই রাত্রে প্রথম রাত্রি দেখেছি

তারপর বহুদিন ধরে দূর, বহুদূর ডেকে
অন্নপূর্ণার ছড়ানো ফুল কখনো হারিয়ে যায়
শুকিয়েও যেতে পারে ভয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি
কিন্তু বুক ঠেলে বুক ভেঙে সে যেদিন
জ্ঞানবুড়ি হয়ে ফিরল
একবারও বুক ঘেঁষে দাঁড়াতে পারিনি
শুধু একা একা রাত্রি দেখলাম

একাদশী তার

ফৌজদারি ঠুকে দিয়ে
এত নিরাপদ দূরে উঠে গেলে
যেমন জানলায় সদ্য কাচা রঙিন পর্দা
হাওয়ায় দৈবাৎ দুলে রাস্তায় ছড়িয়ে দেয়
আসবাব ; গুছানো আলনা
আলস্যে শুয়ে থাকে চিরুনি ড্রেসিং টেবিলে
তারপর স্থির হয়ে যায় পর্দা অনন্তকাল

কলকাতা আজ তোমাকে ছুঁতে পারেনি বলে
একাদশী তার
জলের উপরে টলটল্ ভাসে

নিবাত প্রদীপ

ধান-দুধ গলে যায়
যার শরীরের তাপে
নিশিভোর জেগে থাকে নিবাত প্রদীপ তার চোখে
মাটির নিচের কল্‌কল্‌ জলধ্বনি
মাটির উপরে উঠে কাটাকুটি খেলাহীন
স্থির হয়ে আছে

আমি তো মানুষ
দূর থেকে দূরে রিনিরিনি
ভেসে যায় মিনারের দিকে
সহ্য হয় ?
সহ্য হয় বেহাগ সঙ্গীত
এই আলোছায়া অন্ধকারে

নিরাপদ এত

এ কেমন রসিকতা ?
মুখ তুললেই সূর্যোদয় যদি
কেন তবে এমন মুখর বাসে
জনাকীর্ণে ডেকে উঠলে খুদ-কুঁড়োর মতো
মাত্র একবার ; টানটান চোখে

চারিদিকে সহস্র প্রণালী
ততোধিক বিচ্ছুরণ ছুটে যাচ্ছে তবু
ছেঁড়া মেঘ মুখগুলির ওপরে

আঙুল তুলে নির্দেশ করলেই
বন্ধুদের সঙ্গে ভাগাভাগি হয়ে যেত
সমস্ত স্থাবর, অস্থাবর
ছেলেবেলাকার সেইসব দিন যদি
ফিরে আসত একবার
তবে কি তোমার নেমে যাওয়া
এতটা নিশ্চিত হ'ত
নিরাপদ এত

মালবিকার কাছে

পঁয়তাল্লিশের যৌবনে সে মাদকতা থাকে না ;
ঠোঁট কামড়ে রক্ত চোষার মতো
চিনচিনে ব্যথা !

এখন অনায়াসে মালবিকার কাছে যাওয়া যায়
মোড়া পেতে রোদে বসে
কেক্‌কাটা ছুরি দিয়ে স্মৃতি দেরাজে আটকে
মুড়ি ও চা খাওয়া যায়
এখন মালবিকার কাছে যাওয়া যায়

চলে যাব একদিন
হন্‌হন্‌ করে চলে যাব
পিছির দেয়াল টপ্‌কে
বগলের ছাতা লুকিয়ে শুধু একবার চলে যাব
রান্নাঘরের দুয়ার আগ্‌লে
চল্লিশের মালবিকাকে বলব, 'কি রাঁধছো ?
ফেলে চলে এসো চিলেকোঠায়'

মালবিকার গেটটা সবসময় খোলা
বাইশ বছর আগের মতো সোঁদা-গন্ধ
অথচ আমার স্মৃতি বাসি ফলের মতো
মিষ্টতা হারিয়েছে !
চলে যাব,
এসময় যেতে ইচ্ছে হয়
ইচ্ছে হয় শুধাতে, 'কি রাঁধছো, মালবিকা ?'

শেষের ঠিকানা নেই

ভাদ্র মাখা পেয়ারার গন্ধ
অহরহ পৃথিবী ঘিরে আছে

গোলাপ না পদ্ম ?   কাকে চাই
বরফ গড়নে সাদা খই মুখ সেইদিন
প্রশ্ন রেখেছিল প্রথম পলাশ ফোটা রাত্রে
সেই শুরু, শেষের ঠিকানা নেই

কাক-ভোর

কলকাতায় এক-একটা কাক-ভোর এত শব্দহীন
সুবোধ বালক, যার আকাশের বুক ঘেঁষে
পেঁজা-তুলো মেঘ ছোটাছুটি করে
নতুন হাঁটতে শেখা শিশুর মতোই
আমি তাকে চিনতে পারি না
মনে হয় কলকাতার ধর্মঘট, লক-আউট, গরম কাটাতে
ছদিনের ছুটি নিয়ে প্রবাসে এসেছি আজ

এই লামডিং অথবা বদরপুরে
ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল 'কস্' আওয়াজ তুলে
তারপরেই ঘুম-ভাঙা হকারের চিৎকার চেঁচামেচি
অথচ কোনোটাই দাঁত বসায়নি চেপে
পাহাড়ি প্রান্তরে যেন কচুপাতার ওপরে
টপ্ টপ্ জল পড়ে সরসর পলাতক
কোনো গুপ্ত বনোৎসব দেখে

ঠায় দাঁড়িয়ে

আয়োজন সব ছিল

শঙ্খদীপ থেকে আলিম্পন
উপোসও দিয়েছিল বাড়ির বউ

শুধু আলো থেকে মণি
কিংবা শিখা নয় জ্যোতি
এসব গভীর ভালবাসা খুব প্রয়োজন

অথচ বাড়ির বউরা
ভর সন্ধ্যা কাঁধে
শান বাঁধানো পুকুরে
ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে

সমস্ত শব্দরা

কতখানি ছুয়ে এলে মুখ
ক'যোজন পথ হেঁটে এলে পাশাপাশি
নিজেকে বিশ্বাস করানো সহজ
এই দ্রাঘিমায়, এইসব জ্যামিতিক প্রশ্নে
কখনো-সখনো চকিতে পাথর নেমে আসে
বুক বরাবর, মধ্যে মধ্যে
মনে হয় এই তো বেশ
নাতিশীতোষ্ণ মাখামাখি ভাগাভাগি
ভাঙা হল পাথর, পথের নিশানা বুঝি
এইখানে উঠল গড়ে

কিন্তু মুহূর্ত কয়েক শুধু
গ্রাম চিরে সর্বগ্রাসী রাত্রির ট্রেন একাকী ছুটে এলে
ঘর-বার ও উঠোনে ঝাঁ ঝাঁ শব্দে খেলা সেরে
সমস্ত শব্দরা ফেরারী ট্রেনে উঠে মত্ত হয় ভ্রমণে

পৃথিবীর সব হেজে গেছে

সমস্ত তরাই ছেয়ে, এভাবেই
এগিয়ে গিয়েছে বন
হুক্কো নেই; পৃথিবীব সব হেজে গেছে

মৃগালয় আছে, মৃগালয়ে, মৃগের—
আলয়ে গাধা—কথাহীন

ওরা গাছ পুঁতলে
আমি শীত আঁটো করি
আলগা বুকে শীত ডাঁটো করি
তবু কী তৎপর হেঁটে যাই
নাগরিক পথে—সামাজিক

সাদা খই-মুখ

সাদা খই-মুখ, কিছু পোকা গত শীতে খসে গেছে

শীত পুবে আজ, আবার নতুন কিছু কমলালেবু
তার টসটসে কোয়া কেঁপে কেঁপে কম্প দিয়ে
আজো হেঁটে যাবে
দক্ষিণের পথে জানি উত্তরের দিকে

তাদের জন্যই এই খেদ,
অগস্ত্যের উড়নির খোঁজে নেমে গেছে
যারা অজানা সড়কে বোবা ভাষায় কাঁপিয়ে
শুধু সেই সব উত্তর পথিকের জন্যই কাঁপি
সাদা খই-মুখ খসে যাবে, পুনর্বার, উত্তরের দিকে

প্রেত

ঘাটে যারা এসেছিল
তারা অপলক চোখে দেখল
থরায় ছুঁয়েছে দেশ, লুকিয়ে কোমরে
তাদের দোহল্যা বেচাকেনা তাই উড়ে গেছে

আর সে পোড়াবাড়ির মাথার উপরে
এখন গভীর হয়ে প্রেত বসে আছে

শহর ও স্থাপত্য

প্রতিরোধ ভেঙে যায়, সব
আষাঢ়ের জলকম্প, হঠাৎ হঠাৎ
প্রতিরোধ ভেঙে দেয়, ভেঙে খানখান
শহর ও স্থাপত্য তারপর নিরালম্ব
নিরম্বু আকাশের নিচে শুয়ে থাকে
রোগ বারমাসের অতিথি যার
সেই শীর্ণ বালিকার মতো—
তিক্ত করেছে বাঁকা রোদ্দুর যাকে
কপালে রাখেনি কম্পমান কোনো হাত

তাকে শুধু তিক্ত করেছে বাঁকা রোদ্দুর
আর জলকম্প এসে
শীর্ণ করে বারবার

শুধু আমাকেই ?

কার এত ধার সে কি শুধু আমাকেই খায় ?
বায়ু খায় না ? আলো খায় না ?
আগুন ? আগুনতো নিজেই একদিন ছাই
মণিময়, তুমি কি শুধু আমাকেই তিক্ত কর
দিনমান শঙ্খচূড় শ্বাসে ?
তোমাকে ধরে না জোঁকে

গড়ুরের কিম্ভূত দেহ বিন্যাসে
কেন এত বিষ, মণিময় কেন ছড়াও দুহাতে
এই অলৌকিক হাওয়া
যে তোমার ঘরবাড়ি নিতান্ত খেলার ছলে
সোনালি রোদ্দুর থেকে
তুলে দেয় এ্যাসিডের মুখে

মনে পড়ে গেল

ঘুম ভেঙে দেখলাম : কিস্সু নেই আমাদের
সব খোয়া গেছে
আমার মা পিতৃ পরিজন আমাদের কারো
একটুকু বস্ত্র নেই, চোর সব নিয়ে গেছে

আমরা সবাই বস্ত্রহীন ; কিন্তু প্রশ্ন
বস্ত্র না লজ্জা কার জন্ম আগে
এমনি আরো কিছু উত্তর
যেমন স্বার্থ না ভক্তি বিশ্বাস না হত্যা
রক্ত হাতে ইতিহাসের পাতা, ওলটাতে গিয়েই দেখি
কি জানি, ভুল দেখেছি কি দেখিনি
চিকচিক্ বিদ্যুৎ ঝলক
আমাদের ছোট ভাই আমার সবচে' ছোট
বছর সতের বিদ্যুৎ ঝলক চোখ

মনে পড়ে গেল, তুমিওতো, যেমন ১৯৭১

উত্তরলেখ

স্পন্দিত চারজন

হঠাৎই চারজন তরুণের কয়েক থোকা কবিতা হাতে এল। কোনো পূর্বধার্য চতুরঙ্গের প্রকল্পময় আন্দোলন নয়, ভিন্ন চারটি দৃষ্টিকোণের রণন এই সমস্ত কবিতায় স্পন্দমান। এঁদের মধ্যে এখানেই একটা বড়ো মিল যে, এঁরা কেউই প্রকাশ্যত সাহিত্য জগতের মানুষ নন। আরো একটি সাদৃশ্য, এরা প্রত্যেকেই নাটক করতে ও দেখতে ভালবাসেন। সাহিত্য সম্পর্কেও এদের মমতা নিঃশর্ত। এই সব ভাবানুষঙ্গ কোনো অর্থেই মানদণ্ড নিরূপণ করতে সহায়তা করে না। তবু এই একটি সূত্রই এঁরা তুলে ধরেন, তারুণ্যই মেধা।

এরকম সিদ্ধান্ত থেকে মনে করবার কারণ নেই যে এঁদের রচনায় শুধুই সম্ভাবনা ছড়িয়ে আছে। গোপাল লাহিড়ী ও শান্তনু লাহিড়ীর সংশয়শাণিত রচনা পড়ে মনে হয়, দীর্ঘকাল ধরে নিজেদের এক নির্মিতির আড়ালে এঁরা মগ্ন রেখেছেন, এখন যেন বন্ধুদের তাগিদে কিছু কবিতা প্রকাশ করতে রাজি হলেন। এই দুজনের কেউই একটি কথাও অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে ব্যয় করতে নারাজ। 'বুঝিস নাকি যুগজনতা বুক উঁচিয়ে থাকে ?' কিংবা 'পাথরের মতো স্থির হয়ে তুমি আমাকে ছাখো', এ ধরনের পংক্তি যাঁরা লিখতে পারেন, তাদের ক্ষমতা বিষয়ে সন্দিহান হবার সুযোগ থাকে না। গোপালের তুলনায় শান্তনু আরো প্রাণবাদী, দ্বিধাকে যে কোনো মুহূর্তেই প্রত্যয়ে অনুবাদ করে নিতে পারেন ; আশা জাগে, তিনি আমাদের শিগ্‌গিরই অপ্রত্যাশিত চমকের টানে নির্বেদ ঝরিয়ে প্রসন্ন হতে শেখাবেন। ধী ও বিষাদের সমীকরণে আস্থাবান গোপাল। কবিতা রচনায় বৃত থাকলে তাঁর কাছ থেকেও সামঞ্জস্যের বোধ অর্জন করে নিতে পারব আমরা।

অন্য দুজন, সৈকত সেনগুপ্ত ও ধ্রুব দে, অব্যবহিত আবেগে আক্রান্ত হতে ভালবাসেন। কোনো স্বৈরবৃত্ততার তাড়নায় নয়, জীবন নামক রহস্যময় পার্বণপরম্পরাকে হাৎড়ে খুঁজবার আগ্রহে দুজনেই উদ্‌গ্রীব। প্রাত্যহের নানা

আবর্ত দুজনকেই কৈশোরের স্বর্গ থেকে ছিন্ন করে এনেছে। কিন্তু রুগ্ন হতাশা অথবা তরল আশাবাদে এঁরা আশ্রয় নেননি। আসলে নিজেদের ঝালিয়ে নেবার প্রক্রিয়ায় কবিতার দিকে এসেছেন ধ্রুব ও সৈকত।

চারজনাকে ঘিরেই অমিত প্রত্যাশা রইল।